কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
নীতি ও পরিকল্পনা শাখা
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নম্বর: ১২.০২.০০০০.০১২.০৬.০০৪.২৫. ৭৫৭

তারিখ: ২৭ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ১১ আগষ্ট ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের উপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভূক্ত নিম্নোক্ত ০৫ (পাঁচ)টি প্রকল্পের উপর গত ৩০/০৬/২০২৬ তারিখ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসংগে প্রেরণ করা হলো।

ক) স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (বিপণন অংগ) (৩য় সংশোধিত)।
খ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
গ) কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
ঘ) আলুর বহমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
ঙ) শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প।

২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন পরবর্তী প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার কার্যপত্রে অন্তর্ভূক্তির জন্য এবং অনুমোদিত ডিপিপির নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি ০৩ (তিন) মাস পরপর সভা আহবানের কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে সভার নোটিশসহ কার্যপত্র প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার সম্মানীত সদস্যদের বরাবর প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ
(১) পিআইসি সভার কার্যবিবরণী ০১(এক) প্রস্থ।

১১/০৮/২০২৬
মোহাম্মদ এমদাদুল হক
উপ-পরিচালক (পিপি)
ফোনঃ ৫৫০২৮৪৫০
e-mail: repon303@yahoo.com

কার্যার্থে অনুলিপিঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (বিপণন অংগ)
২। প্রকল্প পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) খামারবাড়ি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প।
৪। প্রকল্প পরিচালক, আলুর বহমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। প্রকল্প পরিচালক, শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ(জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
(দৃঃআঃ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়)।
২। পরিচালক (সকল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩। উপপরিচালক (পিপি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৪। প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি,ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
সেচ ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ২২, মানিক মিয়া এভিনিউ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা – ১২১৫।

বিষয়ঃ "স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (বিপণন অংগ)" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ৪র্থ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব এম. এম. আরিফ পাশা
	:	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, **Online** (Zoom platform)।
তারিখ	:	৩০/০৬/২০২৬ খ্রিঃ।
সময়	:	বিকাল ১৪:৩০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ ও জুম প্লাটফর্মে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'

১.০ উপস্থাপনাঃ

সভার শুরুতে সভাপতি সভায় উপস্থিত এবং অনলাইন (জুম প্লাটফর্ম) সংযুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানান। অতঃপর কম্পোনেন্ট পরিচালক, "স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (বিপণন অংগ)" কে আলোচ্যসূচি অনুসারে বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য আহবান জানান। কম্পোনেন্ট পরিচালক প্রকল্পের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

২.০ আলোচনাঃ

২.১ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনাঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ফসলের বৈচিত্র আনয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি, নারী ও যুবকদের অত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য। এছাড়া উচ্চমূল্য (High Value) ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ; মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন; উচ্চমূল্য (High Value) ফসলের পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ; খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ। এবং মার্কেট লিংকেজ এবং অফ-ফার্ম ডাইভার্সিফিকেশন: মার্কেটিং এরেঞ্জমেন্ট; ই-কমার্স, ব্র্যান্ডিং এবং সার্টিফিকেশন; নারী ও যুবকদের মাঝে অফ-ফার্ম ইনকাম জেনারেশন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

২.২ ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনাঃ

কম্পোনেন্ট পরিচালক ২০২৫-২৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও প্রকল্পের শুরু থেকে জুন-২০২৬ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন এবং কার্যাবলী বিশদভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করন যে, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (বিপণন অংগ), কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৪ টি সংস্থা কর্তৃক ২০ টি জেলার ৯০ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পের ২য় সংশোধনীতে Diversified Resilient Agriculture for Improved food and Nutrition Security (RAINS-DAM)-অংশ সংযুক্ত হয়েছে। স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (বিপণন অংগ) প্রকল্পটি বিভিন্ন ক্যাটাগরীর প্রশিক্ষণ এবং ম্যাচিং গ্রান্টের মাধ্যমে প্রসেসিং যন্ত্রপাতি ও পরিবহণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। সভায় আরোও উল্লেখ করা হয় যে, প্রকল্পের শুরু থেকে জুন,২০২৬ পর্যন্ত ৯২.৯৮% অগ্রগতি হয়েছে এবং ২৬২.৬৮ কোটি টাকা আরডিপিপি বরাদ্দের মধ্যে এ পর্যন্ত ২৪৪.২৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়, যা মোট বরাদ্দের ৯২.৯৮%। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ৪৭৮৩.০০ লক্ষ টাকা। এডিপি বরাদ্দের আলোকে অগ্রগতি (জুন, ২৬) পর্যন্ত ৪২৩৫.০০ লক্ষ টাকা (৮৯%)।

২.৩ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬) (কোটি টাকা)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন, ২০২৬ পর্যন্ত)		প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)	ভৌত (%)
১।	"স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (বিপণন অংগ)"	২৬২.৬৮	৪৭.৮৩	৪২.৩৫ (৮৯%)	৯৫%	২৪৪.২৩ (৮৯.৯৮%)	৯৫%

২.৪ গত পিআইসি সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

ক্রমিক নং	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি পর্যালোচনা
ক)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রণীত ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক গ্যান্ট চার্টে উল্লেখিত সময়সূচি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রণীত ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক গ্যান্ট চার্টে উল্লেখিত সময়সূচি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
খ)	কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকল্পের কার্যক্রম সফলতার স্বার্থে প্রকল্প এলাকায় গ্রুপ বহির্ভূত সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন প্রশিক্ষণে মনোনয়ন দেয়া যেতে পারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	গ্রুপ বহির্ভূত সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে।
গ)	আরডিপির অসমাপ্ত কার্যাবলী আগামী অর্থ বছরগুলোতে বিভক্ত করে প্রকল্পের মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান করা হয়েছে।

২.৫ ডিপিপি'র আন্তঃখাত সমন্বয় বিষয়ক আলোচনাঃ

প্রকল্পটির "স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি)" অংশ ৩০ জুন,২০২৬ সালের জুন মাসে শেষ হয়েছে এবং Diversified Resilient Agriculture for Improved food and Nutrition Security (RAINS-DAM) অংশে তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে ১৮ মাস মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ :

৩০ জুন, ২০২৬ সালে এসএসিপি অংশ সমাপ্তির পর কৃষি উদ্যোক্তাদের তালিকা এবং ম্যাচিং গ্রান্ট প্রাপ্তদের তালিকা প্রনয়ণ করে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। পাশাপাশি উদ্যোক্তারা যেন ঝরে না যায় তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

২.৬ পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৮.০৭.২০২৫

এম. এম. আরিফ পাশা
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
ইমেইলঃ dg@dam.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট,ঢাকা-১২১৫।
www.dam.portal.gov.bd

বিষয়ঃ "কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ১৪ তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব এম.এম. আরিফ পাশা
	:	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
তারিখ	:	৩০/০৬/২০২৬খ্রি.
সময়	:	বিকাল ০৩:৩০ ঘটিকা।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ ও জুম প্লাটফর্মে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'।

১.০ উপস্থাপনাঃ

সভার শুরুতে সভাপতি সভায় উপস্থিত এবং অনলাইন (জুম প্লাটফর্ম) সংযুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানান। অতঃপর প্রকল্প পরিচালক "কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)" কে আলোচ্যসূচি অনুসারে বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য আহবান জানান। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন।

২.০ আলোচনাঃ

২.১ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনাঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পটি বিগত ২০/০৮/২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ২০/১০/২০১৯ তারিখে ১৬০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়। প্রকল্পটির কিছু অসম্পন্ন কাজ সম্পন্নের নিমিত্ত ২৭/০৮/২০২৩ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪.৯৯% টাকা বৃদ্ধি করে প্রাক্কলিত ১৮৩.৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১ম সংশোধন পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ (এক) বছর অর্থাৎ জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত মেয়াদ বর্ধিত করে ২৯/০৬/২০২৫ তারিখে অনুমোদন করা হয়। এ প্রেক্ষিতে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০২/১১/২০২৫ তারিখে ১ম আন্ত:অঙ্গ ব্যয় সমন্বয়ের প্রশাসনিক আদেশ জারী করে। প্রকল্পের আওতায় ১৯টি জেলায় ১৯টি অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের সংস্থান রয়েছে এবং ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরে কৃষি তথ্য সার্ভিসের ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৪র্থ ও ৫ম তলা ও বরিশাল বিভাগীয় শহরে পাঁচ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট চার তলা ভবন নির্মাণ করা হবে।

২.২ ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনাঃ

প্রকল্প পরিচালক ২০২৫-২৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও প্রকল্পের শুরু থেকে জুন-২০২৬ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন এবং কার্যাবলী বিশদভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করন যে, আরডিপিপি অনুযায়ী ১৭(সতের)টি জেলায় জমি অধিগ্রহণের সংস্থান আছে এবং ইতোমধ্যে ১৪টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ০৩টি জেলার মধ্যে বরিশাল জেলায় জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত ব্যয় প্রাক্কলন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পূর্বানুমতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া শেরপুর জেলার ভূমি অধিগ্রহণের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তাব জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, ২১টি অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১৭(সতের)টি জেলায় অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উপস্থাপনায় উল্লেখ করা হয় যে, প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত ১৮৩.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে ১২৩.১৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা (৬৬.৯২%)

অর্জন হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে আরএডিপি ৫০৭৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের আলোকে সরকারের বিভিন্ন কোডে সিলিং থাকায় অগ্রগতি (জুন, ২৬) পর্যন্ত ২০৪৫.৩২ লক্ষ টাকা (৪০.৩০%)।

২.৩ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬) (কোটি টাকা)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন, ২০২৬ পর্যন্ত)		প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)	ভৌত (%)
১।	"কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)"	১৮৩.৯৯	৫০.৭৫	২০.৪৫ (৪০.৩০%)	৯০%	১২৩.১৩ (৬৬.৯২%)	৭২%

২.৪ গত পিআইসি সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

ক্র.	সভার সিদ্ধান্ত	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	পঞ্চগড় জেলায় ভূমির ক্ষতিপূরণ/মূল্য পরিশোধের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাবের বিষয়ে যোগাযোগপূর্বক দ্রুত পূর্বানুমোদন প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।	পঞ্চগড় জেলায় ভূমির ক্ষতিপূরণ/মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে এবং অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
০২	প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলার জমি অধিগ্রহণের পর রাস্তা নিয়ে যে বিরোধ রয়েছে, উক্ত বিষয়ে সভার আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বাউন্ডারি ওয়ালসহ দ্রুত ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ করবে।	প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলার জমি অধিগ্রহণের পর রাস্তা নিয়ে যে বিরোধ রয়েছে, উক্ত বিষয়ে সভার আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বাউন্ডারি ওয়ালসহ দ্রুত ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ করার বিষয়ে পত্র প্রেরণ করা হবে।
০৩	প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইল জেলায় নির্মাণাধীন অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার এর জমির মালিকানা ঠিক করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইল জেলায় নির্মাণাধীন অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার এর জমির মালিকানা ঠিক করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
০৪	যে সকল প্রকল্পে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে সে সকল প্রকল্প কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব দেশীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় নিশ্চিত করবেন। আমদানীকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হলে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নিতে হবে।	যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কোন পরিকল্পনা নেই।
০৫	প্রকল্পের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমের ভিডিও অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের বাস্তবায়নে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের বাস্তবায়নে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে ফিল্ড পর্যায়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
০৬	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের আরএডিপি'র বরাদ্দ মোতাবেক শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের আরএডিপি'র বরাদ্দ ও অর্থমন্ত্রণালয়ের সিলিং মোতাবেক ব্যয় করা হয়েছে।

২.৫ অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ বিষয়ক আলোচনাঃ

নির্মিত অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার ভবন হস্তান্তর-গ্রহণ কার্যক্রমের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক, সভায় জানান কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক একটি বিশেষজ্ঞ হস্তান্তর-গ্রহণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের বিএডিসি'র এক জন প্রকৌশলীকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। অতিদ্রুত গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত ইনভেনটরি লিস্ট সংশ্লিষ্ট জেলার কর্মকর্তা দ্বারা যাচাই-বাছাইপূর্বক হস্তান্তর গ্রহণ কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক হস্তান্তর-গ্রহণ সম্পন্ন করবেন।

অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ ও বাকী চারটি জেলার (দিনাজপুর, হবিগঞ্জ, বরিশাল ও শেরপুর) নির্মাণ কাজ শেষ করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে যেহেতু যা প্রকল্প পরিচালক কৃষি মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগপূর্বক দ্রুত মেয়াদ বৃদ্ধি করে কর্মপরিকল্পনা তৈরীর মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করার তাগিদ প্রদান করা হয়।

৩.০ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ :

৩.১। প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর ছয় মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগপূর্বক দ্রুত অনুমোদন গ্রহণ এবং ডিপিপি সংশোধন করে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে;

৩.২। বরিশাল বিভাগের ভূমির ক্ষতিপূরণ/মূল্য পরিশোধের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাবের বিষয়ে যোগাযোগপূর্বক দ্রুত পূর্বানুমোদন প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৩.৩। প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইল জেলায় নির্মাণাধীন অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার এর জমির মালিকানা ঠিক করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৩.৪। নির্মাণাধীন অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারসমূহের নির্মাণ কাজের গুনগতমান বজায় রেখে কাজের গতি আরো বৃদ্ধি করতে হবে;

৩.৫। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সাপেক্ষে বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক জনবলের বেতনভাতাদি পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৪.০ পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এম.এম. তারিফ পাশা
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
ইমেইলঃ dg@dam.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

বিষয়: কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকর্তক বাস্তবায়নাধীন "কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) ১৫ তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব এম. এম. আরিফ পাশা
	:	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
তারিখ	:	৩০/০৬/২০২৬ খ্রিঃ।
সময়	:	বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ ও জুম প্লাটফর্মে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত ও Zoom Platform এ সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, "কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন" (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২১/০৮/২০২৪ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক মঞ্জুরী আদেশ জারি করা হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলন ব্যয় ৭৩২০.৫০ লক্ষ টাকা। তিনি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রধান প্রধান কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

প্রকল্প পরিচালক জানান প্রকল্পটি বর্তমান পেঁয়াজের বাজার ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান পেঁয়াজ সংরক্ষণে কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে বছরব্যাপি সরবরাহ নিশ্চিত এবং আমদানি নির্ভরতা কমানোই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। তিনি আরও জানান দেশের সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল ০৭ (সাত) টি জেলার (পাবনা, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ এবং মাগুরা) ১৮ (আঠার) টি উপজেলায় কৃষকের বাড়িতে ৯০০ (নয়শত) টি সংরক্ষণ ঘর নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। পাশাপাশি পাবনা জেলায় ০৩ (তিন) টি এসেম্বল সেন্টার (সুজানগর, সাঁথিয়া, চাটমোহর) নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। প্রতিটি সংরক্ষণাগারের জন্য ৫টি কৃষক পরিবারের ১০ জন সদস্য পেঁয়াজ সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন এবং ১০ জনের মধ্যে ৫ জন সদস্য থাকবে নারী। এছাড়াও কৃষক, ব্যবসায়ী এবং কৃষি উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষণ ঘর রক্ষণাবেক্ষণ, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং বিপণন বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সংস্থান রাখা হয়েছে।

২। অত:পর সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করা হয় এবং সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

২.১। বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

ক্র. নং	গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত)
১.	প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ২৫৭টি পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ মডেল ঘর নির্মাণে জন্য ব্যয় প্রাক্কলন অনুমোদন এবং অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;	প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ২৫৭টি পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ মডেল ঘর নির্মাণে জন্য ব্যয় প্রাক্কলন অনুমোদন এবং নির্মাণ কাজ প্রায় ১০০ ভাগ শেষ হয়েছে।
২.	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী ৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত ৮১.০৫% ব্যয় করা হয়েছে (অর্থছাড় অনুযায়ী)।
৩.	আন্তঃখাত সমন্বয় প্রস্তাব দ্রুত প্রস্তুত করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	আন্তঃখাত সমন্বয় প্রস্তাব প্রস্তুত করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

২.২। জুন , ২০২৬ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি:

(কোটি টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	এডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			অবমুক্ত (বরাদ্দের শতাংশ)			ব্যয় (বরাদ্দের শতাংশ)		
		মোট	জিওবি	পিএল	মোট	জিওবি	পিএল	মোট	জিওবি	পিএল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	পেঁয়াজ রসুন প্রকল্প	২৭.৫৮	২৭.৫৮	০	২৬.৩৪ (৯৫%)	২৬.৩৪ (৯৫%)	০	২১.৩৫ (৭৭.৪১%)	২১.৩৫ (৭৭.৪১%)	০

প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পটির ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ ২৭৫৮.০০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে রাজস্ব ২৫৯.০০+মূলধন ২৪৯৯.০০লক্ষ টাকা)। যার মধ্যে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের অগগ্রতি জুলাই,২০২৫- জুন,২০২৬পর্যন্ত) ২১৩৫.৫৭লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে (৭৭.৪১%)। প্রকল্প শুরু থেকে জুন,২০২৬ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৬৫৯৪.১৬ লক্ষ টাকা (৯০.০৭%) সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী।

৩.০। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের মাস ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক সভায় উপস্থাপন করা হলো:

ছক-১: বরাদ্দ ও ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ		জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়		২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ
			জিওবি	বৈদেশিক	মোট ব্যয়	শতকরা হার	
১	পেঁয়াজ ও রসুন প্রকল্প	১ জুলাই, ২০২১-৩০ জুন, ২০২৬	৭৩.২০৫০	০.০০	৪৪.৫৮৫৩	৬০.৭০%	২৭.৫৮

ছক-২: প্রতিবেদনাধীন মাসের কাজের টার্গেট ও অর্জন

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ (আইটেম/প্যাকেজের নাম)	জুন, ২০২৬ মাসের কাজের অগ্রগতি		জুন ২০২৬ মাসের আর্থিক অগ্রগতি		
			লক্ষমাত্রা	বাস্তব অগ্রগতি	ব্যয়ের লক্ষমাত্রা	বাস্তব অগ্রগতি	শতকরা হার
১	পেঁয়াজ ও রসুন প্রকল্প	১। পেঁয়াজ-রসুন সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ	২৫৭টি	৭০%	১৫৯২.০০	১০০%	১০০%
		২। এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ-	০১টি	০১টি	৫৯.৫১	১০০%	১০০%
		৩। সুবিধাভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ-	৭৫ব্যাচ	৬১ ব্যাচ	৪৮.৭৫	১০০%	১০০%
		৪। নারীসহ স্থানীয় কৃষক উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১০ব্যাচ	০২ ব্যাচ	৬.৫০	১০০%	১০০%
		৬। কৃষক গ্রুপ গঠন	২৫৭টি	২৫৭টি	-	১০০%	১০০%
		৭। নরমাল সাইনবোর্ড	২৫৫টি	২৫৫টি	২৫.৫০	১০০%	১০০%
		৮। ডিজিটাল ওজনমাপন যন্ত্র	২৫৫টি	২৫৫টি	২৫.৫০	১০০%	১০০%
		৯। আদ্রতামাপক যন্ত্র/হাইগ্রোমিটার	২৫৫টি	২৫৫টি	২০.৪০	১০০%	১০০%
		১০। সটিং ম্যাপস/ত্রিপল	২৫৫টি	২৫৫টি	২৫.৫০	১০০%	১০০%
		১১। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও সংযোগ	২৫৫টি	২৫৫টি	১৫.৩০	১০০%	১০০%
		১২। বৈদ্যুতিক পাখা	১৫৩০টি	১৫৩০টি	৭৬.৫০	১০০%	১০০%

ছক-৩: প্রতিবেদনাধীন মাসের দরপত্রের টার্গেট ও অর্জন

ক্রম	প্রকল্পের নাম	দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য			ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য			অগ্রগতি (%)
		দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহবান	কার্যাদেশ	কোটেশনের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহবান	কার্যাদেশ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	পেঁয়াজ ও রসুন প্রকল্প	০৭	০৭	০৭	০৪	০৪	০৪	১০০%

৪.০। সিদ্ধান্ত সমূহঃ

৪.১। প্রকল্প সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন (পিসিআর) দ্রুত প্রস্তত করে প্রেরণ করতে হবে;

৫.০। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এম. এম. আরিফ পাশা
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
ইমেইলঃ dg@dam.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি,ফার্মগেট,
ঢাকা-১২১৫।

বিষয় : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ১০ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব এম. এম. আরিফ পাশা
	:	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
তারিখ	:	৩০/০৬/২০২৬ খ্রিঃ।
সময়	:	বিকাল ৪.০০ ঘটিকা, সোমবার।

সভায় উপস্থিতি(সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জুম প্লাটফর্মে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের তালিকা): পরিশিষ্ট 'ক'।

১.০ উপস্থাপনা :

সভাপতি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ ও Zoom Platform এ সংযুক্ত সকল কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, **"শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন"** প্রকল্পটি অক্টোবর,২০২৩ হতে জুন,২০২৬ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২৯/১১/২০২৩ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপিতে ২৪৭৬.০০ লক্ষ টাকা এবং আরএডিপিতে ১৬১৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। এ সময় তিনি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রধান প্রধান কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

২.০ আলোচনা :

২.১ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আলোচনা :

"শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন" প্রকল্পে কৃষকের উৎপাদিত ফসল গুদামে সংরক্ষণের বিপরীতে কৃষকদেরকে তফসিলী ব্যাংক কতৃক ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়। কৃষক, উপকারভোগী ও কৃষি উদ্যোক্তাদের জন্য শস্য গুদামে ফসল সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং বিপণন বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সংস্থান আছে । গুদাম রক্ষক রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ ও গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সতেজক প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান রয়েছে। এছাড়াও গুদামের গুদাম রক্ষক,নিরাপত্তা প্রহরী ও গুদামের সন্নিকটবর্তী কৃষকদের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান রয়েছে।

২.২ ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের প্রধান প্রধান খাত সমূহের কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :

প্রকল্প পরিচালক জানান ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রধান ৭টি কার্য ও সেবা উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ওটিএম) এবং স্বল্প মুল্যের দরপত্র (কোটেশন)-১২টি রয়েছে। HOPE কতৃক অনুমোদিত প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী গুদাম রক্ষক রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ ১ ব্যাচ (১৬ জন), ক্ষুদ্র দলনেতা/সুবিধাভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ ৫৮ ব্যাচ (১৭৪০জন), গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সতেজক প্রশিক্ষণ ২৯ব্যাচ (১৪৫জন), অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ২ ব্যাচ (৪০জন) এর সংস্থান রয়েছে। উল্লেখ্য, অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত পরিপত্রের বাধ্যবাধকতা থাকায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০০% সম্পন্ন করা যায়নি।

২.৩ বিগত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত সমূহ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১।	২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রণীত কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক গ্যান্টচার্টে উল্লিখিত সময়সূচী অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে;	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।
২।	ডিপিপি অনুযায়ী ২৭টি মোটরসাইকেল, ৮১টি বাইসাইকেল ও ৭৯টি ভ্যানগাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থবিভাগের সম্মতি গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে;	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু অনুমোদন না পাওয়ায় পরবর্তী অর্থবছরে ক্রয়ের সংস্থান রাখা হয়েছে।
৩।	মোটরযান খাতে (কোড নং ৪১১২১০১) প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না থাকায় এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি খাতে (কোড নং ৪১১২৩০৩) বরাদ্দ না দেওয়ায় আন্ত:খাত সমন্বয় প্রস্তাব দ্রুত প্রস্তুত করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আরএডিপিতে বরাদ্দ সংশোধন করা হয়েছে।
৪।	শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় প্রকল্প কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে আন্ত:খাত সমন্বয়সহ প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রেরণ করতে হবে;	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২৩/০৩/২০২৬ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে।
৫।	শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্পে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত ডাটা এ্যানালিষ্ট,গুদাম রক্ষক ও অফিস সহায়ক এর চাকুরীর সময়সীমা জুন/২০২৬ পর্যন্ত থাকায় প্রকল্প সমাপ্তির পর উক্ত জনবলের বেতন ভাতা কিভাবে নির্বাহ হবে সে সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা প্রকল্প পরিচালক দাখিল করবেন।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ০৯/১২/২০২৫ তারিখে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে।

২.৪ জুন,২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ(২০২৫-২০২৬			অবমুক্ত (বরাদ্দের শতাংশ)			ব্যয় (বরাদ্দের শতাংশ)		
		মোট	জিওবি	পিএল	মোট	জিওবি	পিএল	মোট	জিওবি	পিএল
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**	**৯**	**১০**	**১১**
১	শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প	১৬১৫.০০	১৬১৫.০০	-	১৪৩৪.৪২ (৮৮.৩২%)	১৪৩৪.৪২ (৮৮.৩২%)	০০	৬২০.৩৩ (৩৮.৪১%)	৬২০.৩৩ (৩৮.৪১%)	০০

২.৫ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ		শুরু হতে জুন,২০২৬ পর্যন্ত ব্যয়	
			জিওবি	বৈদেশিক	মোট ব্যয়	শতকরা হার
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**
১	শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প	অক্টোবর-২০২৩ হতে জুন-২০২৬ পর্যন্ত	৪৯০০.০০	-	২৪৯৩.০০	৫০.৮৭%

সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতাভুক্ত গুদামসমুহের সংস্কার/মেরামত/নির্মান কাজ পার্টনার প্রকল্প (বিপণন অংগ) হতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ২০টি গুদামের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি অর্থবছরে (২০২৫-২০২৬) ১ম ধাপে ২১টি এবং পরবর্তী ধাপে ২০টি গুদামের সংস্কার/মেরামত/নির্মান কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ১৯টি গুদামের কাজ আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সম্পন্ন হবে। শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে প্রকল্প মেয়াদ অতিরিক্ত ১(এক) বৎসর (২০২৬-২০২৭ অর্থবছর) বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রকল্প বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে পিআইসি, পিএসসি ও ডিপিইসি এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্তঃখাত সমন্বয় করে প্রকল্পের মেয়াদ ০১(এক) বৎসর (২০২৬-২০২৭ অর্থবছর) বৃদ্ধির জন্য প্রেরিত প্রস্তাব দ্রুত অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

৩.০ সিদ্ধান্ত সমূহ:

০১। শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্পে প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ (থোক বরাদ্দ) ব্যতিরেকে ০১ (এক) বৎসর (২০২৬-২৭ অর্থবছর) বৃদ্ধির প্রেরিত প্রস্তাব অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০২। শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্পে আউটসোসিং এর মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত ডাটা এনালিষ্ট, গুদাম রক্ষক ও অফিস সহায়ক এর চাকুরীর সময়সীমা জুন/২০২৬ পর্যন্ত থাকায় প্রকল্প সমাপ্তির পর গুদাম কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাত হতে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.০ পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৬.৩.২০২৬

এম. এম. আরিফ পাশা
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
ইমেইলঃ dg@dam.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি,ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

বিষয়: কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)" এর আওতায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)'র ১৫ তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব এম. এম. আরিফ পাশা
	:	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, **Online** (Zoom platform)।
তারিখ	:	৩০/০৬/২০২৬ খ্রিঃ।
সময়	:	বিকাল ০৩:৩০ ঘটিকা।

সভাপতি সভাকক্ষে উপস্থিত Zoom platform এ সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, "আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)" গত ১৫-৬-২০২২ তারিখে মোট ৪২৭৬.৭৪ লক্ষ (বিয়াল্লিশ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২২ থেকে জুন ২০২৬ মেয়াদে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং গত ২১-০৬-২০২২ তারিখে প্রকল্পটির অনুকূলে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। এছাড়া প্রকল্পটি গত ২৫-০৬-২০২৪ তারিখে মোট ৪৯১৪.৫২ লক্ষ (উনপঞ্চাশ কোটি চৌদ্দ লক্ষ বায়ান্ন হাজার) টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়ন মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়। তিনি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বাজেট-বরাদ্দ, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রধান প্রধান খাত সমূহের ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা ও প্রকল্প কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে সভায় উপস্থাপন করেন।

প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের আওতায় দেশের সবচেয়ে অধিক আলু উৎপাদনকারী ১৬টি জেলার (মুন্সীগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, চাঁদপুর, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া ও জয়পুরহাট) ৭৬টি উপজেলায় ৭০৩টি আলুর সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত মডেল ঘর কেন্দ্রিক আলু চাষী ও উপকারভোগীদের কে নিয়ে ৭০৩টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে এবং ৫৩০ ব্যাচে ১৫, ৯০০ আলু চাষী কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আলুর বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০৭ ব্যাচে মোট ২৬৭৫ জন শিক্ষিত গৃহিণী, হোটেল ও রেস্টুরেন্টের কুক, বেকার যুবক/যুবতী, ক্ষুদ্র ও মাঝারী মানের খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারীকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সফল উদ্যোক্তা হওয়ার মত আগ্রহী ও কর্মঠ ব্যক্তি নির্বাচন পূর্বক ২১৬ জনকে ১১টি আইটেমের আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতির একটি করে প্যাকেজ সরবরাহের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে। আলু রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানিকারকগণের সাথে আলু চাষীদের সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

২। অতঃপর সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করা হয় এবং সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

২.১। বিগত ২৯-১২-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল দরপত্র আহবান করে শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপি অনুযায়ী ৯টি (ওটিএম ৪টি ও আরএফকিউ ৫টি) দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ৬টি (ওটিএম ৩টি ও আরএফকিউ ৩টি) দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
২য় পর্যায়ে প্রকল্পটির কার্যক্রমের মধ্যে আলুর বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করতে আলুর পাউডার (ডাস্ট) প্রসেসিং আইটেম অন্তর্ভূক্ত করতে হবে;	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি প্রস্তুতের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
প্রকল্প পরিচালক ও উপপ্রকল্প পরিচালকগণের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম মনিটরিং আরো জোরদার করতে হবে;	প্রকল্প কর্তৃক কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক সার্বক্ষনিক মনিটরিং করা হচ্ছে।

২.২: জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি:

(কোটি টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			অবমুক্ত (বরাদ্দের শতাংশ)			ব্যয় (বরাদ্দের শতাংশ)		
		মোট	জিওবি	পিএল	মোট	জিওবি	পিএল	মোট	জিওবি	পিএল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৫.১৬	৫.১৬	-	৪.৭৫৫০ (৯২.১৫)	৪.৭৫৫০ (৯২.১৫)	-	৪.২৯৫৪ (৮৩.২৪)	৪.২৯৫৪ (৮৩.২৪)	-

প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পটির ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৫.১৬ লক্ষ টাকা [রাজস্ব ৩৪৫.০০ ও মূলধন ১৭১.০০ লক্ষ টাকা]। জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে মোট ৪৭৫.৫০ লক্ষ টাকা [রাজস্ব ৩০৪.৫০ লক্ষ +মূলধন ১৭১.০০ লক্ষ)]। যার মধ্যে জুলাই, ২০২৫ হতে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৪২৯.৫৪ লক্ষ টাকা (৮৩.২৪%) ও ভৌত অগ্রগতি ৯৫.০০%। প্রকল্প শুরু থেকে জুন, ২০২৬ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৪৮৯.১৩ (লক্ষ টাকা) (৯১.৩৪%) এবং ভৌত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৯৬%। চলতি অর্থ বছরে ২৬টি মডেল ঘর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২.৩: ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের প্রধান প্রধান খাতসমূহের কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

সভায় অবহিত করা হয় যে, এডিপি অনুযায়ী প্রধান প্রধান কার্যক্রম হলো-আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর নির্মাণ ২৬টি, প্রদর্শনী বোর্ড ক্রয় ও স্থাপন ২৬টি, রংপুর কৃষি বিপণন ভবন মেরামত-৪র্থ তলা পর্যন্ত প্রতি তলা ৩৫০০ বর্গফুট, কৃষক বিপণন দলের প্রশিক্ষণ ৮৪ ব্যাচ, প্রক্রিয়াজাতকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ-৩২ ব্যাচ, মাঠ দিবস আয়োজন-১৫৪টি, কুকিং ডেমোনেস্ট্রেশন আয়োজন-৩টি, টিভি ফিলার তৈরী-১টি, রপ্তানী সহায়ক প্রশিক্ষণ-৩৭ ব্যাচ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (কিয়স্ক) ক্রয়-১১টি ও মোবাইল ফুড ভ্যান ক্রয়-১৬টি। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৯টির মধ্যে ৮টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। এছাড়া লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭৯ ব্যাচ কৃষক বিপণন দলের প্রশিক্ষণ, ১৯ ব্যাচ প্রক্রিয়াজাতকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ১৪ ব্যাচ রপ্তানি সহায়ক প্রশিক্ষণ, ৭৫টি মাঠ দিবস আয়োজন ও ৩টি কুকিং ডেমোনেস্ট্রেশন আয়োজন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

২.৫ বিবিধঃ

সরকারি তহবিলের দ্বারা পণ্যসামগ্রী ক্রয়ে সরকারি ক্রয় আইন ও বিধির যথাযথ প্রয়োগ, অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীতব্য পণ্যসামগ্রী অধিদপ্তরের গঠিত মনিটরিং কমিটি/প্রতিনিধি অনুমোদিত স্পেসিফিকেশনের ভিত্তিতে গুণগতমান অনুযায়ী যাচাই বাছাই এর সুবিধার্থে কার্যাদেশ অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদন করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রকল্প পরিচালক জানান, ঘরগুলো যেভাবে তৈরী করা হয়েছে বা ঘরে পণ্য রাখার উপকারিতা নিয়ে একটি ভিডিও ক্লীপ তৈরী করে সর্বত্র প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আলু সংরক্ষণাগার সকল ঘরের মাচা ইউক্যালিপটাস গাছের কাঠ দিয়ে (ডিপিপি অনুযায়ী) তৈরী নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় উপকারভোগী কৃষকদের ব্যাপক চাহিদা এবং বাংলাদেশের আলু উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাসহ সংরক্ষণ ব্যবস্থা সহজীকরণ ও আধুনিকীকরণের নিমিত্ত অত্র প্রকল্পটির ২য় পর্যায় চালু করা একান্ত প্রয়োজন।

৩.০ সিদ্ধান্তঃ

উপস্থিত এবং সংযুক্ত সকল সদস্যের বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্মোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৩.১: প্রকল্পটি চলতি বছরের ৩০ জুন, ২০২৬ শেষ হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)জমা দিতে হবে;

৩.২: ক্রমবর্ধমান আলু উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাসহ সংরক্ষণ ব্যবস্থা সহজীকরণ ও আধুনিকীকরণের নিমিত্ত অত্র প্রকল্পটির ২য় পর্যায় চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪.০ পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১২.০৭.২০২৫
এম. এম. আরিফ পাশা
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
ইমেইলঃ dg@dam.gov.bd